দৈনিক সংবাদ

028

তারিখ 10 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 4

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কাজের তদারকি জোরদার করা হয়েছে

॥ শওকত মাহমুদ ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কাজ-কর্মে গাফিলতি ও নিম্নমানের জন্য তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

গত মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা প্রশাসককে জানানো হয়, বর্তমান বছরের উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রায় ৩১৯ কোটি টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য খরচ করা হবে। এ বরাদ্দের বড় অংশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পসহ [illegible] বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভীত কাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ব্যয় করা হবে। এর দায়িত্ব ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে এসব কাজ সরজমিনে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি দরকার। নির্মাণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ ও মেরামতকাজ নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে যেন তারা পরিদর্শন ও তদারকির মাসিক প্রতিবেদন শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠান।

শিক্ষাখাতে নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন ও সঠিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর সদস্যরা হলেন জেলা শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, সরকারী

(শেষ পৃঃ ৮ এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১ম পাতার পর)

কলেজের একজন অধ্যক্ষ এবং ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী।

কমিটির কাজ হল, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও মেরামত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি না হলে তার কারণ ও সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং স্থানীভাবে সম্ভব হলে সমস্যাদি মেটাবে। যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা অন্য কোন দপ্তরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কমিটি সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে। যদি ঠিকাদারের গাফিলতিতে নির্মাণ বা মেরামতকাজের কোন বিঘ্ন ঘটে তাহলে কমিটি সাথে সাথে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেবে এবং পরে এ সম্পর্কে খোঁজ নেবে। যদি নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, তখন কমিটি তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা সচিবকে অবহিত করবে।